

348830 - □□□□□□যে ব্যক্তি নিজের পতিমাতার অবাধ্য হওয়া ও তাঁদের বদদোয়ার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তার কহিদোয়ত পাওয়া সম্ভব?

প্রশ্ন

আমরা কিস্তানরে উপর পতিমাতার বদদোয়াকে প্রতহিত করতে পারব? এক যুবক মসজিদে নামায আদায়ে নয়িমতি ছিল; এমনকি ফজরে নামাযও। নয়িমতি কুরআন তলোওয়াতকারী ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় সে তার পতিমাতাকে রাগান্বিত করল। তখন তারা তাকে লানত দিয়ে বদদোয়া করলেন যে, তার উপর আল্লাহর লানত। এরপর যুবকটি পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। এমনকি নামায ছেড়ে দিল। আল্লাহর যিকিরি পছন্দ করে না। এভাবে তার পতিকে আবারও রাগাল। তিনি তার উপর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার, পঞ্চমবার লানত দিয়ে বদদোয়া করলেন। যদিও পতির উদ্দেশ্য বদদোয়া করা নয়। কিন্তু তীব্র রাগ থেকে তিনি লানত দিয়ে দোয়া করছেন। কারণ পতি এইভাবে দোয়া করতে অভ্যস্ত। আমরা কি কোন নকে আমলরে মাধ্যমে এই দোয়াকে প্রতহিত করতে পারব? উল্লেখ্য, এই যুবকটি পূর্ণ চরিত্ররে যুবকদের মধ্যে অন্যতম ছিল। এখন এমন হয়েছে যে, তার মধ্যে ভালো কিছু নাই। এমনকি তার ব্যাপারে কুফররে আশংকা হচ্ছে। কেননা এখন ইসলামরে নাম গন্ধও তার মাঝে নাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যতদনি মানুষরে হায়াত আছে ততদনি তাওবার দরজা উন্মুক্ত; যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিমি দিক থেকে সূর্যোদয় হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি পশ্চিমি দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।” [সহিহ মুসলিম (২৭০৩)]

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

“নশিচয় আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যুর গড়গড় শব্দ শুরু না হয়” [সুনানে তরিমযি (৩৫৩৭)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার গুনাহ থেকে তাওবা কবুল করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “তিনি বলেন: বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নজিদেরে প্রতি অবচিার করছে আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে না; নশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গনোহ ক্ষমা করে দবিনে। নশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “নশ্চয় আল্লাহ রাতের বেলো তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দনে যাত করে দনিরে বেলোয় গুনাহকারীর তাওবা কবুল করতে পারনে এবং দনিরে বেলো তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দনে যাত করে রাতের বেলোয় গুনাহকারীর তাওবা কবুল করতে পারনে।” [সহিহ মুসলিম (২৭৫৯)]

তাই কোন বান্দার তাওবার ব্যাপারে নিরাশ হওয়া জায়যে নয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “নশ্চয় কাফরেরো ব্যতীত আল্লাহর রহমত থেকে কটে নিরাশ হয় না।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৭] তিনি আরও বলেন: “তিনি বলেন: পথভ্রষ্টরা ব্যতীত কটে তার প্রভুর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় না।” [সূরা হজির, আয়াত: ৫৬]

তাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবরি গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

ফাযালা বনি উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “তিনি ব্যক্তি সম্প্রক জিজ্ঞাসে করে না: যে ব্যক্তি আল্লাহর চাদর নিয়ে টানাটানি করে; কেননা আল্লাহর চাদর হচ্ছে তাঁর অহংকার এবং তাঁর লুঙা হচ্ছে তাঁর মহত্ব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নরিদশেরে ব্যাপারে সন্দেহে পোষণ করে। আর হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।” [মুসনাদে আহমাদ (৩৯/৩৬৮), মুসনাদে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে সহিহ বলছেন। আলবানী ‘সলিসলিতুল আহাদছিস সাহিহা’ গ্রন্থে (২/৮১) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: সর্বধিকি বড় কবরি গুনাহ হলো: “আল্লাহর সাথে শরিক করা। আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা, আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হওয়া এবং তাঁর দয়া থেকে নিরাশ হওয়া।” [আল-মুজামুল কাবীর (৯/১৭১), আলবানী ‘সলিসলিতুল আহাদছিস সাহিহা’ গ্রন্থে (৫/৭৯) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

তাই আপনাদের জন্য ভালো হয় এই ব্যক্তিকে তাওবার দিকে আহ্বান করা, তাকে নসহিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং দোয়ার মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করা।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের রব বলছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি।”[সূরা গাফরি, আয়াত: ৬০] তিনি আরও বলেন: “তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নশ্চয় আল্লাহ সর্ববশিষ্টে জ্ঞানী।”[সূরা নসি, আয়াত: ৩২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বদদোয়ার কারণে কোন বান্দার উপর পথভ্রষ্টতা নির্ধারণ করেন (তাকদীর করেন), আবার দোয়ার কারণে সেই তাকদীর উঠিয়ে নেন।

এই যুবকের পাশে যে ব্যক্তি রয়েছে তার কর্তব্য হলো: কামলতা দিয়ে তাকে হদ্যেতেরে দকি ফরি আসার আহ্বান করা। তাকে নসহিত করার জন্য যথোপযুক্ত উপকরণগুলো তালাশ করা; যমেন- উত্তম কথা, নকে সঙ্গি যারা তাকে ভালো কাজে সহযোগিতা করবে এবং ভালো কাজে কথা স্মরণ করিয়ে দবি, কুরআনে কারীমেরে কিছু আয়াতেরে তলোওয়াত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে এমন কিছু হাদিস যা তাকে আল্লাহর দকি ফরি আসার ও তাওবা করার প্রতি প্ররোণা জাগাবে।

এরপর তার পতিমাতাকেও উপদেশে দ্যো। এই ব্যাপারে সাবধান করা য়ে, শরয়িত য়ে কোন মুম্নিকে লানত করার ব্যাপারে নষিধে করছে। কোন মুম্নি লানতকারী হবো না। অপবাদ আরোপকারী হবো না। কোন মুম্নিকে লানত করা তাকে হত্যা করার তুল্য; যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়ছে।

যহেতু কোন মুম্নি গুনাহগার হওয়া সত্বেও তাকে লানত করা কবরি গুনাহ তাই সুনর্দিষ্টভাবে কোন মুম্নিকে লানত করা বৈধ নয়। সুতরাং সেই সুনর্দিষ্ট ব্যক্তিটি যদি লানতকারীর সন্তান হয় তাহলে বশিষ্ট কিত গুরুতর হতে পারে?!

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।